JUL 07 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

পাস হওয়ার দুবছর পরও সফটওয়্যার কপিরাইট আইন বাস্তবায়িত হয়নি

ইমরান আলম : সংসদে পাস হওয়ার ২ বছর পরও কেবলমাত্র প্রয়োগবিধি নির্ধারিত না হওয়ায় সফটওয়্যার কপিরাইট আইনটি আজো বাস্তবায়িত হয়নি। কপিরাইট আইনের অভাবে দেশীয় উদ্যোক্তাদের তৈরি কোনো সফটওয়্যারই স্থানীয়ভাবে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত সফলতা পায়নি। সফটওয়্যারের বিশাল আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের সামনে এটিই সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) সভাপতি হাবিবুল্লাহ খান এ ব্যাপারে ভোরের কাগজকে জানান, সফটওয়্যার কপিরাইট আইন জুলাই ২০০০-এ সংসদে পাসের পর প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়। সরকারের নির্বাহী আদেশে এ প্রজ্ঞাপন বলবৎ হয় ডিসেম্বর ২০০১ সালে। নিয়মানুযায়ী কোনো প্রজ্ঞাপন বলবৎ হওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগবিধি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটেছে। অর্থাৎ আইনটি প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশের পর বলবৎ করা হলেও প্রয়োগবিধি নির্ধারিত হয়নি।

তিনি বলেন, প্রচলিত বিধি মোতাবেক কোনো গল্প বা উপন্যাস কপিরাইট করতে হলে সংশ্লিষ্ট লেখকের অনুমতি নিয়ে পাণ্ডুলিপিটি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন কপিরাইট রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দিতে হয়। কিন্তু এ নিয়ম সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা একটি সফটওয়্যারের মূল বিষয় হচ্ছে সোর্স কোড যা সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামারের মেধার ফসল। এ সোর্স কোড একান্তই গোপনীয় বিষয় যা বিশ্বের কোনো সফটওয়্যার কোম্পানিই প্রকাশ করে না। কেননা সোর্স কোড প্রকাশিত হয়ে পড়লে অন্যান্য কোম্পানি অনুসরণ বা কিছুটা পরিবর্তন করে একই ধরনের নিজস্ব সফটওয়্যার কমদামে বাজারে ছেড়ে দেবে। এতে মূল সফটওয়্যার কোম্পানির পণ্য বাণিজ্যিকভাবে ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম

পাস হওয়ার দুবছর পরও সফটওয়্যার

● প্রথম পাতার পর

মার খাবে। একই কারণে বাংলাদেশের কোনো কোম্পানি কপিরাইটের জন্য প্রচলিত বিধি মোতাবেক সফটওয়্যার সোর্স কোড জমা দেবে না।

বেসিস সভাপতি বলেন, ভারত, পাকিস্তানসহ সফটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক দেশে সফটওয়্যার কপিরাইট আইন প্রচলিত রয়েছে। এসব দেশের আইন অনুযায়ী সোর্স কোডের প্রথম ও শেষের পাতাসহ সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার সিডিটি কপিরাইটের জন্য জমা দিতে হয়। এসব দেশের সফটওয়্যার কপিরাইট আইনের প্রয়োগবিধি অনুসরণ করে বাংলাদেশ সহজেই সৃষ্ট সংকট সমাধান করতে পারে।

হাবিবুল্লাহ খান বলেন, কপিরাইট আইনের অভাবে দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রস্তুত কোনো বাংলা সফটওয়্যার স্থানীয় বাজারে ব্যবসা সফল হয়নি। কেননা সফটওয়্যারটি ছাড়ার পর পরই তার নকল কপি বাজারে ছেয়ে যায়। এতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সফটওয়্যার কপিরাইট আইনের প্রয়োগ না থাকায় আদালতের কাছে প্রতিকারও পাওয়া যায় না। একই কারণে কোনো বিদেশী কোম্পানি বাংলাদেশকে সফটওয়্যারের কাজ দিতে চায় না। গত বছর বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি মাইক্রোসফটের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে এসেছিল সফটওয়্যার প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। কিন্তু সফটওয়্যার কপিরাইট আইনের প্রয়োগ না থাকার বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিনিধিদলটি ফিরে যায়। বাংলাদেশের অনেক সফটওয়্যার ফার্মের সঙ্গে বিদেশীদের চুক্তি শেষ মুহূর্তে ভেস্তে যায় শুধুমাত্র এ আইনটির প্রয়োগের অভাবে।

তিনি বলেন, সফটওয়্যার কপিরাইট আইন চালু হলে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা সঠিক নয়। কেননা এ আইনে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নকল (পাইরেটেড) সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হলেও ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের জন্য শিথিল রাখা হয়েছে। কিন্তু আইনটির প্রয়োগ না হলে বাংলাদেশে কখনো সফটওয়্যারের বাজার সৃষ্টি হবে না, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশও সম্ভব হবে না।

কপিরাইট রেজিস্ট্রার মনির উদ্দিন আহমেদ বলেন, সৃষ্ট সমস্যাটি সুরাহার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

এ ব্যাপারে শিগগিরই উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব কারার মাহমুদুল হাসান।